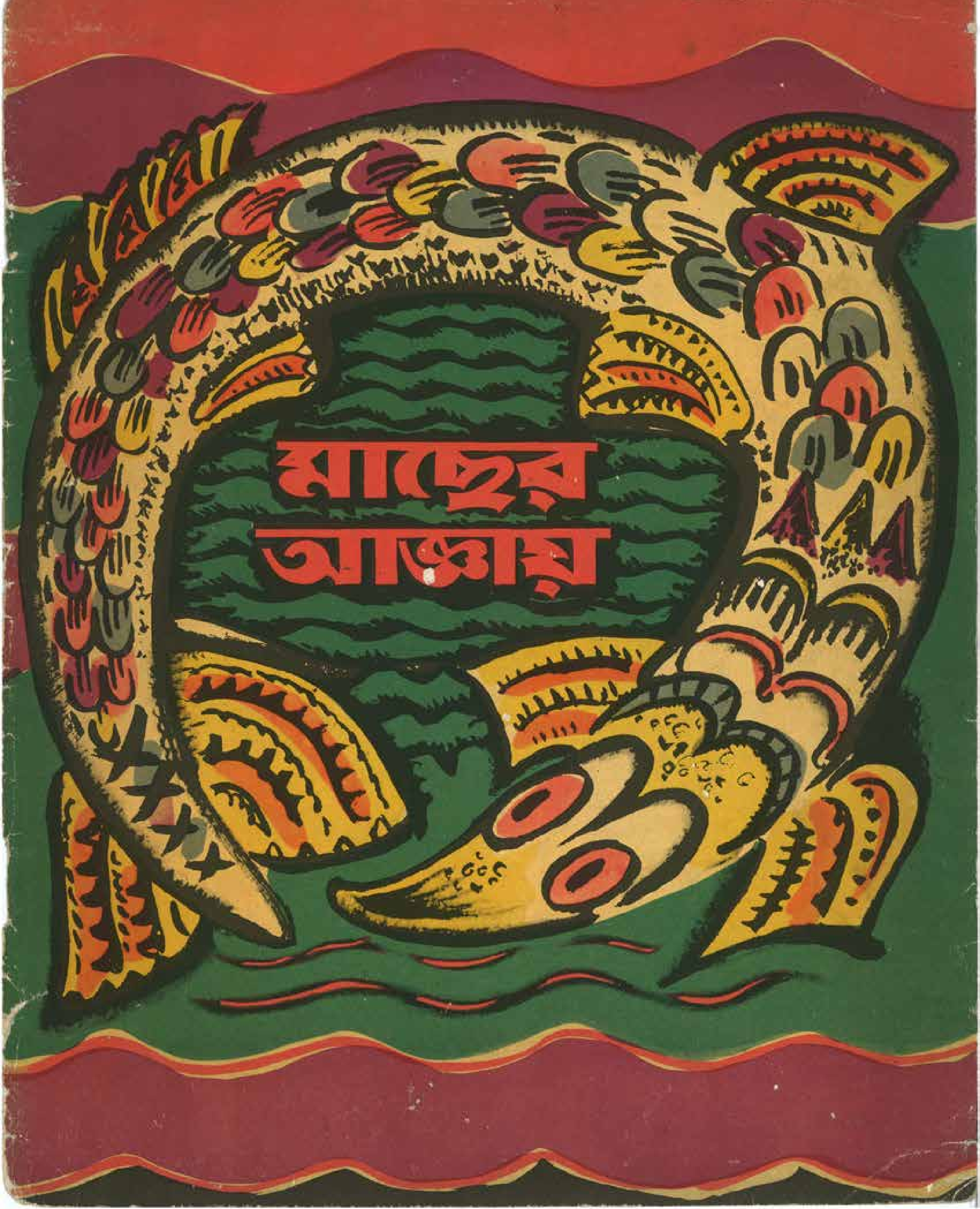

মাছের
আজ্ঞায়



রুশী রূপকথা

মাছের আজ্ঞায়

কথক:
ম. বুলাতভ

এক গাঁয়ে ছিল তিন ভাই: দুই ভাই বুদ্ধিমান, ছোটো জন বোকা এমেল্যা। একবার বড়ো দুভাই যাবে দূরের শহরে, মেলায়। এমেল্যাকে বলে:

'শোন এমেল্যা, আলসেমি করিস না, চুল্লির তাকে শুয়ে দিন কাটাস না, বৌদিদের কথা শুনিস। তাহলে তোর জন্যে কিনে আনব নতুন জুতো, নতুন কাফ্‌তান, তার ওপর একটা লাল টুপি।'

'ঠিক আছে,' এমেল্যা বলে, 'শুনব কথা।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল ভাইয়েরা।

খানিক বাদে বৌরা বলে:

'এমেল্যা সোনা, জল নিয়ে আয় নদী থেকে, ঘরে জল নেই।'

আর চুল্লির তাক থেকে এমেল্যা বলে:

'ইচ্ছে করছে না।'

'ইচ্ছে করছে না কী? আমাদের কাজ করবি বলে যে কথা দিলি?'

'বেশ, যাচ্ছি।'

চুল্লির তাক থেকে নামল এমেল্যা, জুতো পরলে, কোর্তা চাপালে, কোমরের বেল্টে ঝুলিয়ে নিলে কুড়ুল, তারপর বাঁকে বালতি নিয়ে চলল।

পাড় থেকে নেমে এল নদীতে, বরফ ভাঙতে লাগল। দেখে কি, জলের মধ্যে এক পাইক মাছ। ঝট করে মাছের লেজ ধরে টেনে তুললে এমেল্যা।

মাছ তাকে মানুষের গলায় বলে:

'আমায় ধরলি কেন বোকা?'

'কেন মানে। বৌদিদের দেব, ঝোল রাঁধবে, খাব।'

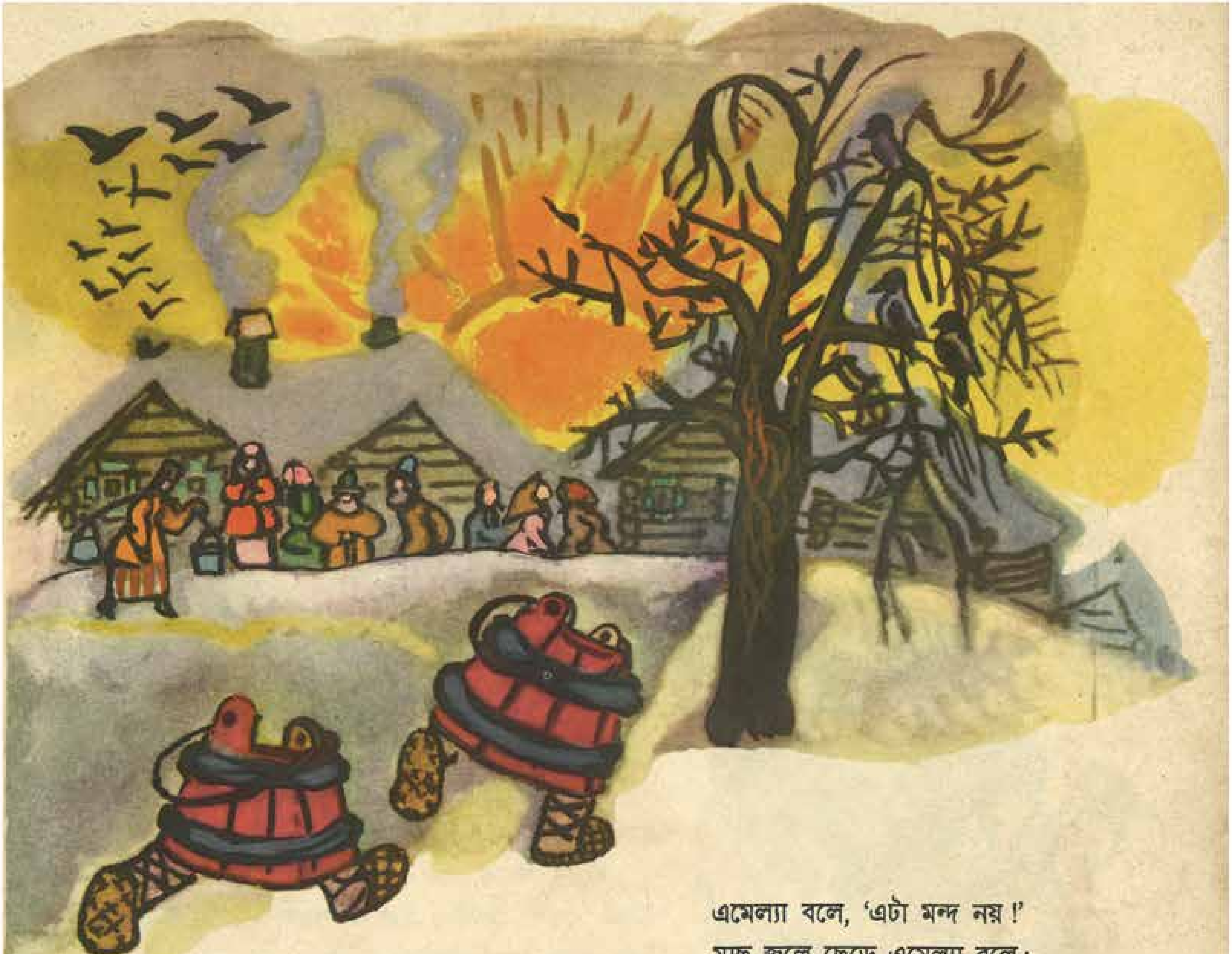
মিনতি করতে লাগল মাছ:

'মারিস না আমায় এমেল্যা, নদীর জলে ছেড়ে দে। আমি তোকে ধনী করে দেব।'

এমেল্যা বলে, 'চাই নে, তোর ধন ছাড়াই আমার দিন চলে যাবে।'

'তাহলে তোর কথা যাতে সব ফলে যায় তাই করব। কেবল বলবি: "মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়।"'





এমেল্যা বলে, 'এটা মন্দ নয়!'

মাছ জলে ছেড়ে এমেল্যা বলে:

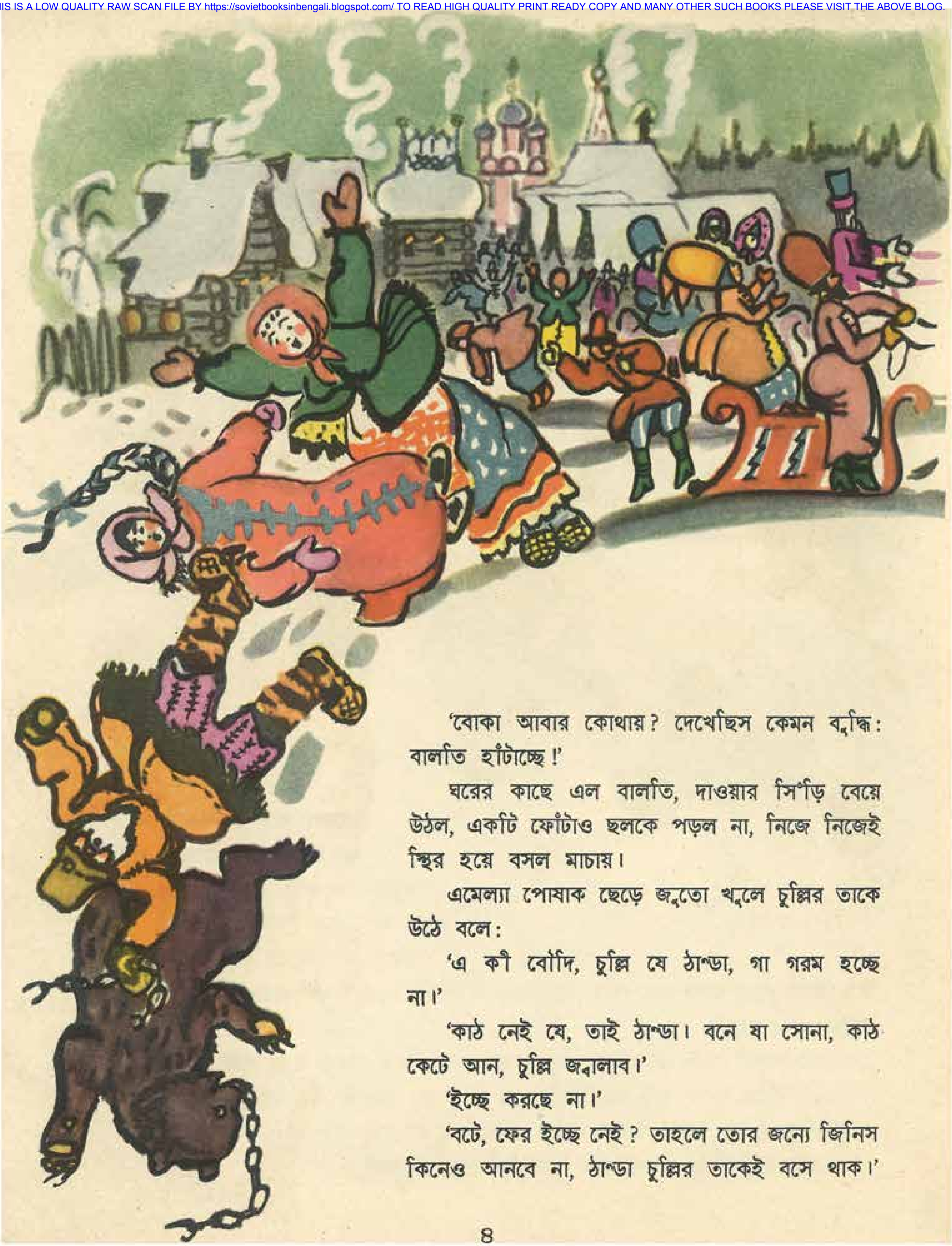
'মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, বালতি ভরে যা, নিজে নিজেই ঘরে চলে যা!'

বলতে না বলতেই বালতি নিজেই জল ভরে উঠতে শুরু করল পাড় বেয়ে। বালতি চলে হাঁসের মতো থপথপিয়ে। পেছু পেছু আসে এমেল্যা আর হাসে।

পাড়া-পড়শী দেখে একেবারে অবাক, ঘর থেকে দোর থেকে ছুটে এল সবাই।

বলে, 'দ্যাখ, দ্যাখ, কী রগড় জমিয়েছে এমেল্যা! বালতি ওর আপনা থেকেই চলছে, হোঁচটও খাচ্ছে না, জলও ছিটকে পড়ছে না!'

এমেল্যার বৌদিরা অবাক হয়ে ফিসফাস করতে লাগল:



'বোকা আবার কোথায়? দেখেছিস কেমন বুদ্ধি: বালতি হাঁটাচ্ছে!'

ঘরের কাছে এল বালতি, দাওয়ার সিঁড়ি বেয়ে উঠল, একটি ফোঁটাও ছলকে পড়ল না, নিজে নিজেই স্থির হয়ে বসল মাচায়।

এমেল্যা পোষাক ছেড়ে জুতো খুলে চুল্লির তাকে উঠে বলে:

'এ কী বৌদি, চুল্লি যে ঠান্ডা, গা গরম হচ্ছে না।'

'কাঠ নেই যে, তাই ঠান্ডা। বনে যা সোনা, কাঠ কেটে আন, চুল্লি জ্বালাব।'

'ইচ্ছে করছে না।'

'বটে, ফের ইচ্ছে নেই? তাহলে তোর জন্যে জিনিস কিনেও আনবে না, ঠান্ডা চুল্লির তাকেই বসে থাক।'



কী আর করে। চুল্লি থেকে নামল এমেল্যা, যাত্রার তোড়জোড় শুরু করল। স্লেজ টেনে বার করলে, কুড়ুল, করাত, দড়ি দড়া চাপিয়ে নিজে উঠে বসল স্লেজে।

বলে, 'কই, বৌদি! ফটকটা খুলে দাও, আমি বনে চললাম!'

বৌরা বলে, 'সে কী রে, মাথা খারাপ হল নাকি তোর? ঘোড়া না জুতেই বনে যাচ্ছিস যে। দাঁড়া, তোর ঘোড়া জুতে দিই।'





এমেল্যা বলে:

'ঘোড়া খাটিয়ে কী হবে? আহা কষ্ট হবে ঘোড়ার। আমি বিনা ঘোড়াতেই যাব, ফটক খোলো!'

অবাক লাগল বৌদের, কিন্তু ফটক খুলে দিলে। এমেল্যাও অমনি ফিসফিস করে বললে:

'মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, বনে চল স্লেজ!'

স্লেজও অমনি ছুটতে শুরু করল — ঠিক যেন চাবুক খাওয়া ঘোড়া। মুড়মুড় শব্দ উঠতে লাগল বরফের।

স্লেজ ছুটছে গ্রাম পেরিয়ে, গঞ্জ পেরিয়ে, লটপট করছে ঘোড়া জোতার ডান্ডা — বেঁধে রাখার কথা মনে ছিল না এমেল্যার।





আর সেই গঞ্জে সেদিন লোকের ভিড় — পরব পালন করছে সবাই। পেছন থেকে, পাশ থেকে ছুটে আসে লোকে, স্লেজের তলেই ঢুকে পড়ে। সবাই চায় দেখতে, বিনা ঘোড়ায় স্লেজ চলছে কেমন করে। অমনি সবার পিঠেই দমাদম বাড়ি পড়ে ডাণ্ডার। ঘা খেয়ে উল্টে পড়ে অনেকে, বরফের স্তূপে হুমড়ি খায়। চটে উঠল সবাই: পিছু ধাওয়া করলে এমেল্যার। ভেবেছিল, ধরে ফেরাবে, কিন্তু নাগাল আর পেল না।

স্লেজ ছুটে এসে থামল বনে। স্লেজ থেকে নেমে এমেল্যা চারিদিকে চেয়ে বললে:

'মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, করাত তুই গাছ কাট, শুকনো দেখে বাছিস, কুড়ুল তুই কাঠ চ্যালা কর, লকড়ি তুই স্লেজে গিয়ে জমা হ, দড়ি দিয়ে বাঁধা হ!'

সবই হল তার ইচ্ছে মতো। করাত গাছ কেটে ফেলে, কুড়ুল কাঠ চ্যালা করে, চ্যালাকাঠ আপনা আপনিই ছুটে যায় স্লেজে, আপনা



থেকেই বোঝাই হয়। বোঝাই হল, শক্ত করে বাঁধাছাঁদা হল। এবার গাঁয়ে ফেরা যেতে পারে।

ঘোড়া জোতার ডাণ্ডাটা এমেল্যা বেঁধে রাখলে, রাস্তায় যাতে লোক না মারা পড়ে। তারপর বোঝার ওপর চেপে হাঁকলে:

'মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, বাড়ি চল স্লেজ!'

স্লেজও অমনি ছুটে চলল, ছিটকে উঠতে লাগল শুধু বরফ।

গঞ্জে ওদিকে লোকে ওঁৎ পেতে আছে এমেল্যার জন্যে, কারো হাতে লাঠি, কারো সোঁটা, কারো হাতকড়া, কারো দড়ি। ঠিক করেছে ধরবে এমেল্যাকে: বনে যাবার সময় সবাইকে সে ভয় পাইয়েছে, উলটে ফেলেছে — তার শাস্তি দেবে।

এমেল্যাকে দেখা মাত্রই ফাঁস ছুড়তে লাগল সবাই, চেঁচাতে লাগল:

'ধর! ধর! পাকড়ো!'

আর ধর-ধর! ধরবে কে? চোখের পলকে স্লেজ উধাও, বরফে পড়ে রইল শুধু তার দাগ।

স্লেজ এসে থামল তাদের বাড়ির ফটকে। গাড়ি থেকে নেমে আপনা আপনিই ছুটতে লাগল লকড়ি: কতকগুলো গেল আঙিনায় — গাদা হল কাঠগাদায়, কিছু গেল দাওয়ায় আর সোজা ঘরে ঢুকে একেবারে চুল্লির মধ্যে। লকড়ির





পর লকড়ি ছুটতে লাগল এইভাবে। কুড়ুল করাতও ঢুকে নিজের জায়গায় গিয়ে স্থির হল।

ভয় পেয়ে গেল বৌরা, বুঝে পায় না ভাববে কী, করবে কী। ভয়ে ছুটোছুটি করে, লুকিয়ে পড়ে — কেউ টেবিলের তলে, কেউ মাচার ওপর।

চে'চায়, 'তোর নামে নালিশ করব দাদাদের কাছে!'

এমেল্যা কিন্তু ঠাট্টা করে বলে:

'এহ্, ভীরু কোথাকার! তাড়াতাড়ি নেমে এসে বরং খেতে দাও আমায়। একেবারে জমে গেছি!'

এমেল্যা যখন বাঁধাকপির ঝোল খাচ্ছে, চুল্লির তাকে গড়িয়ে নিচ্ছে, তখন ওদিকে লোকে ছুটে গিয়ে নালিশ করতে লাগল রাজার কাছে: অমুক গাঁয়ে এক বোকা এমেল্যা আছে হুজুর, বিনা ঘোড়ায় সে স্লেজ চালায়, সবাইকে ভয় দেখায়, ধাক্কা দিয়ে উলটে ফেলে, বরফস্তূপে ঠেলে ফেলে।

রাজার কৌতূহল হল: কে এই এমেল্যা? এমেল্যাকে ধরে এনে জবাবদিহি করাবার জন্যে রাজা পাঠাল কোটালকে।

গ্রামে এল কোটাল, একলা নয়, লোকলস্কর সঙ্গে নিয়ে। এমেল্যাদের বাড়িতে এসে কী হম্বি, কী তম্বি:

'কোথায় এমেল্যা? নিয়ে এসো তাকে!'

বৌরা ভয় পেয়ে চুল্লির পেছনে লুকোয়, সামনে আসতে বুক দুরদুর করে, কথা কইতে ভয় পায়। ভয় পেল না কেবল এমেল্যা।

বলে, 'এই যে আমি, বসে আছি তাকে, দেখছি তোমাকে। কী চাই তোমার?'

'পোষাক পর হাঁদা, জুতো পর! নিয়ে যাব তোকে রাজার কাছে!'

'ইচ্ছে নেই আমার।'

'বটে! যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা!'

রাজকোটাল ছুটে গিয়ে চড় মারলে এমেল্যার গালে।



হাঁকে, 'জোর করে ধরে নিয়ে যাও ওকে!'

এটা এমেল্যার পছন্দ হল না। ফিসফিস করে বললে:

'মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, লাঠি, অনাহূত অতিথিকে একটু মিঠে কড়া দে তো! আর তুই একটু ধোলাই দে তো, ঝাঁটা!'

অমনি উঁচিয়ে উঠল লাঠি, লাফিয়ে উঠল ঝাঁটা, রাজকোটালের ওপর দমাদম, ঝমাঝম বাড়ি। ধমকাধমকি থেমে গেল তার — আহা উহু করে, লাফায়, ঝাঁপায়, ক্ষমা চায়।

রাজকোটাল লোকলস্কর সমেত ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে ভোঁ দৌড় — লাঠি ঝাঁটার কিন্তু থামা নেই, ক্ষমা নেই, ঘাড়ে পিঠে দমাদম। একেবারে রাজবাড়ি পর্যন্ত খেদিয়ে দিলে।

হামাগুড়ি দিয়ে আসে কোটাল, বলে:

'এই এই ব্যাপার! জোর-জারিতে চলবে না, চালাকি খাটাতে হবে...'

এমেল্যার জন্যে এবার দ্বিতীয় দূত পাঠাল রাজা — খেতাবে খাটো, মগজে ডাঁটো। মধুর পিঠে, বাদাম আর মোরব্বা নিয়ে দূত গেল এমেল্যার কাছে।



গাঁয়ে এসে এমেল্যার বৌদিদের কাছে খোঁজখবর নিতে লাগল:

'বলো তো, এমেল্যার কী পছন্দ, কী অপছন্দ?'

বৌরা বলে:

'এমেল্যার পছন্দ, যেন কড়া কথা কেউ না কয়, লোকের মাঝে মান্যি হয়।'

রাজার দূত ঘরে ঢুকে চুল্লির কাছে এসে লম্বা কুর্নিস করে বলে:

'সেলাম এমেল্যান ইভানিচ, পিঠে খান, বাদাম খান, মোরব্বা খান, তারপর চলুন আমার সঙ্গে রাজার কাছে। আপনাকে দেখার ভারি ইচ্ছে হয়েছে রাজার।'

এমেল্যা বলে, 'কিন্তু চুল্লির তাক থেকে নামার ইচ্ছে নেই আমার!'

'চলুন এমেল্যান ইভানিচ! যদি না যান, রাজা আমায় রাখবে না, গর্দান যাবে!'



রাজদূতের কথায় দয়া হল এমেল্যার।

'বেশ, তোমার কথাই থাক, যাব। তবে তুমি যাবে আগে আগে, রাস্তা করে দেবে, আমি আসব পেছন পেছন।'

বৌদের জিজ্ঞেস করে রাজদূত:

'বোকাটা আমায় ঠকাবে না তো?'

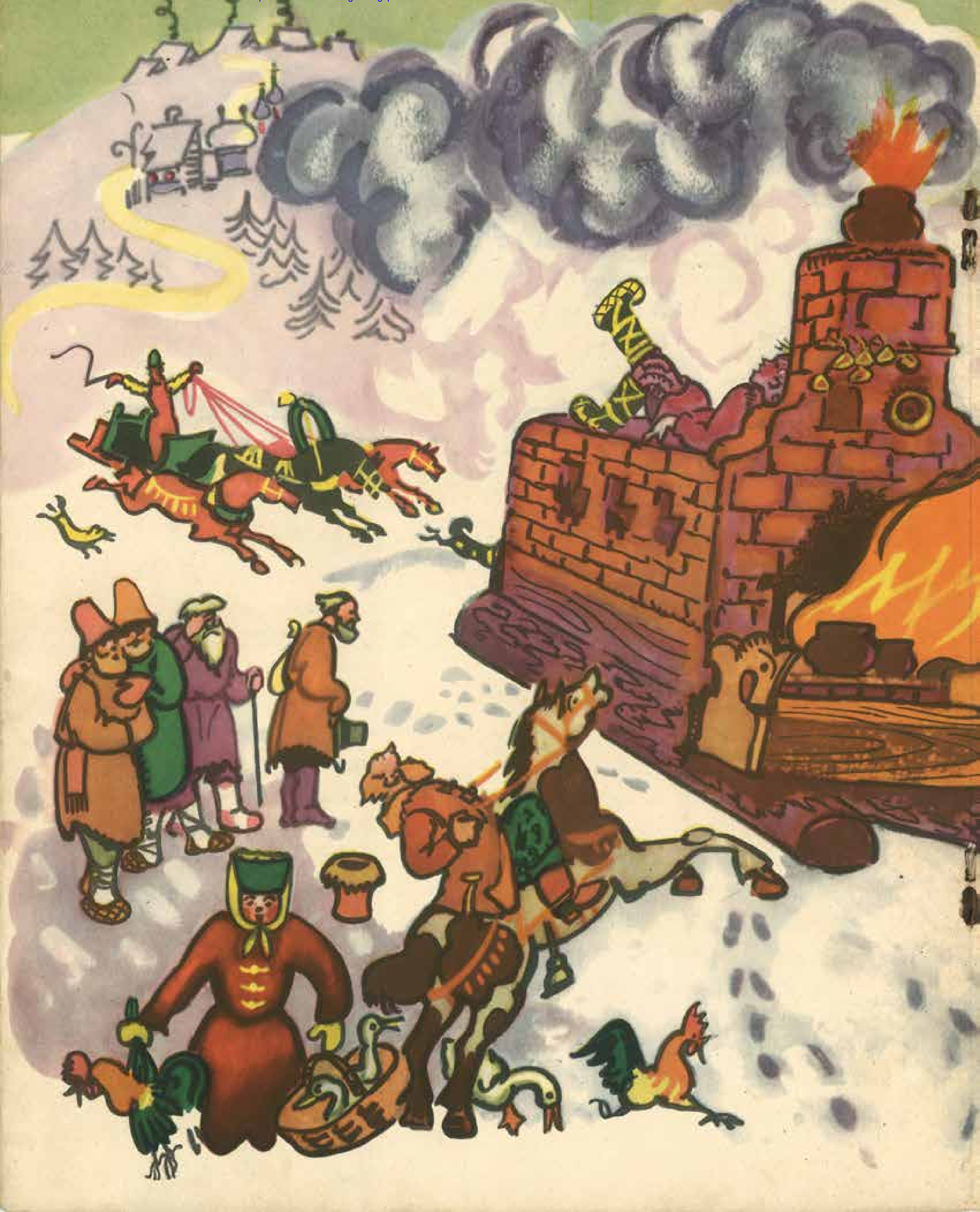
বৌরা বলে, 'না, ঠকাবে না, তার ও রীতি নয়। ও যা বলবে, তা ঠিকই করবে!'

চলে গেল রাজদূত, এমেল্যা চুল্লির তাকে টান হয়ে শুয়ে বলে:

'গরম চুল্লি ছেড়ে নামতে ইচ্ছে করছে না! বাইরে বরফের ঝড় ঝঞ্ঝা... কোর্তা আমার ঝুলি ঝুলি, তালির পর তালি... নে চুল্লি, মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, নিয়ে চল রাজার কাছে!'

অমনি নড়ে উঠল চুল্লি, খচমচিয়ে উঠল, ঘর থেকে বেরিয়ে চলতে লাগল। মাঠ পেরিয়ে যায়, জল পেরিয়ে যায়, গাঁ দিয়ে যায়, গঞ্জ দিয়ে যায়। রাজদূতকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়।

চলছে চুল্লি, কোনো দিকে ফেরে না, ধোঁয়া বেরয় চিমনি দিয়ে। আর চিমনির পেছনে বসে আছে এমেল্যা, গান গাইছে। সোজা রাজধানীতে এল চুল্লি, সোজা গেল রাজবাড়িতে। সারা রাজধানীতে হুলস্থুল, আঙুল দেখায়







লোকে, সোরগোল তোলে, কুকুর ডাকে, ঘোড়া চেঁচায়, পাখি গায়...
দাসদাসী ছুটে আসে রাজার কাছে:



'শিগগির বেরিয়ে এসো, মহারাজ, বোকা এমেল্যা এসে হাজির হয়েছে চুল্লিতে চেপে!'

অলিন্দে এসে দাঁড়াল রাজা, সঙ্গে রাজকন্যা, পাত্রমিত্র, আমির ওমরাহ্‌। এমেল্যাকে জিজ্ঞেস করে:

'কী অধিকারে তুই বিনা ঘোড়ায় স্লেজ চালাস? কী অধিকারে তুই ভয় দেখাস আমার প্রজাদের, লোক চাপা দিস?'

এমেল্যা বলে:

'আমার দোষ কী, পথ ছেড়ে দেয় নি লোকে, নিজেরাই এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্লেজের তলে। তুমি হলে তুমিও চাপা পড়তে।'

রেগে উঠল রাজা, হুকুম দিলে, টেনে নামাও এমেল্যাকে, চাবুক মারো কষে, জেলে থাকুক বসে। এমেল্যা দেখে, ব্যাপার সুবিধের নয়, চুপিচুপি বলে:

'মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, চল চুল্লি ফিরে, আর তুই রাজকন্যা, পড়বি ভালোবাসায়, স্বামী চাইবি আমায়!'

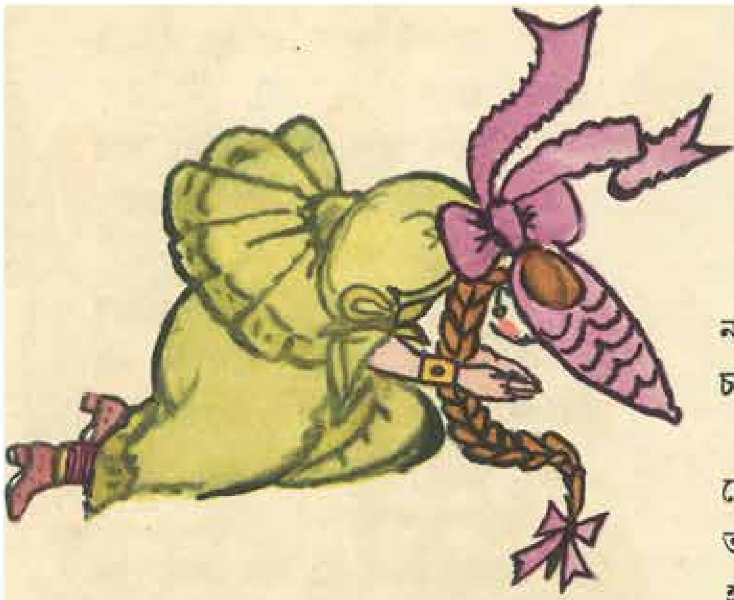
চুল্লিও অমনি পেছন ফিরে রওনা দিলে। রাজার তখন 'ধর ধর, টেনে নামা, দড়ি দিয়ে বাঁধ!' কিন্তু কোথায় কী: এমেল্যা যেমন এসেছিল তেমনি গেল, সেলামও নয়, কুর্নিস নয়।

ফিরে এল চুল্লি, খচমচ শব্দ করে জুড়ে গেল কোণটিতে, যেমন ছিল তেমনি, কোথাও যেন যায় নি।

ওদিকে রাজবাড়িতে চেঁচামেচি, কান্নাকাটি। রাজার মেয়ে বাপকে একদণ্ড শান্তি দেয় না, কেবলি বলে:

'কেন ওকে শাসালে, কেন ধমক দিলে? এমেল্যা নইলে আমি বাঁচব না, ওকেই আমি বিয়ে করব!'

বকাবকি করে রাজা, দাপাদাপি করে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না: দিনরাত রাজকন্যার কান্না থামে না, চোখ বোজে না, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, ঘুম নেই। কী আর করা যায়, হুকুম দিলে রাজা এমেল্যাকে নিয়ে এসো।



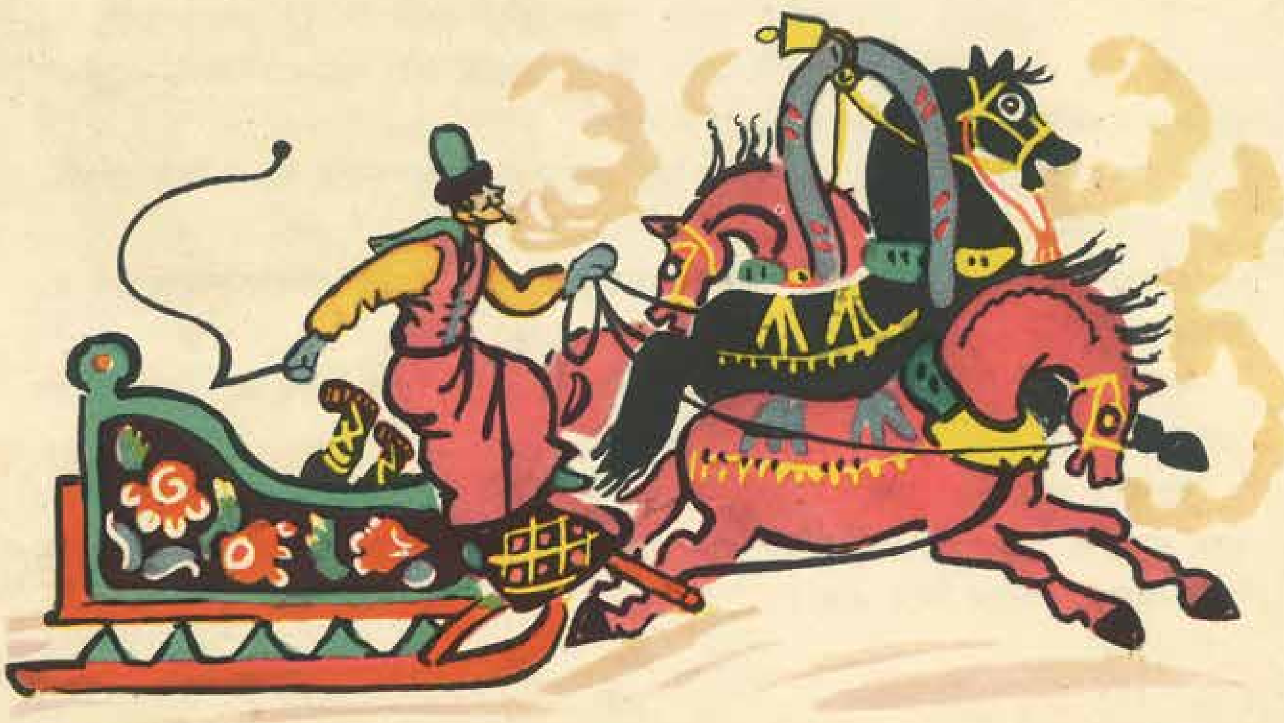
বলে, 'কিন্তু চুল্লি চেপে নয়, চুল্লি থেকে নামানো যাবে না ওকে। নিয়ে এসো স্লেজে চাপিয়ে। ফয়সালা করব!'

বুদ্ধিমন্ত রাজদূত গেল গাঁয়ে, ছল কথায় ভোলালে, ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বাঁধলে কষে, তারপর স্লেজে চাপিয়ে প্রাণপণে গাড়ি হাঁকাল।

এমেল্যাকে সে নিয়ে এল রাজার কাছে, আগে থেকেই এক মস্ত পিপে তৈরি ছিল। রাজার লোকেরা এমেল্যাকে ধরে বসালে পিপের মধ্যে। রাজকন্যা কিন্তু দেখে ফেলে। ছুটে এসে দুই হাতে সে আঁকড়ে ধরল পিপে, কিছুতেই ছাড়ানো যায় না।

বলে, 'যথা এমেল্যা তথা আমি!'

রাগে রাজার বুদ্ধিনাশ হল, হুকুম দিলে রাজকন্যাকেও পিপেতে ঢোকাও: 'বোকাটার জন্যে এতই যখন প্রেম তখন ওর সঙ্গেই মরুক!'



যেমন কথা, তেমনি কাজ। লোহার পাত দিয়ে কষে বাঁধা হল পিপে, তারপর আলকাতরা মাখিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল সমুদ্রে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে চলে পিপে ...

এমেল্যার বাঁধন ছাঁদন খুলে তাকে জাগাতে বসল রাজকন্যা:

'এমেল্যা, লক্ষ্মী আমার, ঘুমিয়ো না, জেগে ওঠো! আমরা যে পিপের মধ্যে বসে আছি, সমুদ্দুরে ভেসে আছি। খাবার নেই, দাবার নেই, অনশনে প্রাণ যাবে!'

এমেল্যা বলে:

'ঘুম পাচ্ছে আমার।'

'আমারও ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু এখন তার সময় নেই! পিপেকে তীরে নিয়ে এসো। তোমার যে অনেক ক্ষমতা, সব পারো।'

এমেল্যা বলে, 'বেশ তাই হোক। মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, ভেসে যা পিপে সবুজ ডাঙায়, হলুদ বালিতে, তারপর ফেটে যা।'

বলতে না বলতেই দ্বীপে ভেসে এল পিপে, ফেটে গেল। সবুজ ডাঙায়, হলুদ বালিতে পা ফেললে ওরা।

রাজকন্যা চারিদিকে চেয়ে বলে:

'এমেল্যা আমার, কিন্তু বাঁচব কী করে? চেয়ে দেখো, গ্রাম নেই, নগর নেই। ছোটোখাটো একটা কুঁড়ে হলেও নয় চলত ...'

এমেল্যা বলে, 'হবে, হবে, তবে কুঁড়ে নয়। আয় তো দেখি। মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, পুরী হয়ে যাক এখানে, রাজার চেয়েও যেন ভালো হয়!'





মুখের কথাটি খসাতেই পুরী তৈরি, মাটি ফুঁড়ে উঠল যেন। সাত থামের ওপর দাঁড়িয়ে — অপরূপ তার কারুকাজ। রুপোর ছাত, সোনার গম্বুজ, চারিদিকেই চকমিলানো অলিন্দ। পুরীর চারিপাশে বাগান, সরোবর, নানা ধরনের তোরণ, মঞ্চ। বাগানে বুলবুলির গান, সরোবরে মরালের কেলি।

পুরীর মধ্যে ঢুকল তারা। ভেতরটা আরো অপরূপ: ছাত জুড়ে রাঙা সূর্যের উদয় অস্ত, ফুটফুটে বাঁকা চাঁদ, ঘনঘন তারা ফুটছে ...

সেই সে দ্বীপে পুরীর মধ্যে দিন কাটাতে লাগল তারা, যা চাই সবই অঢেল, শুধু একটা দুঃখ — জন্মানিষ্যি নেই।

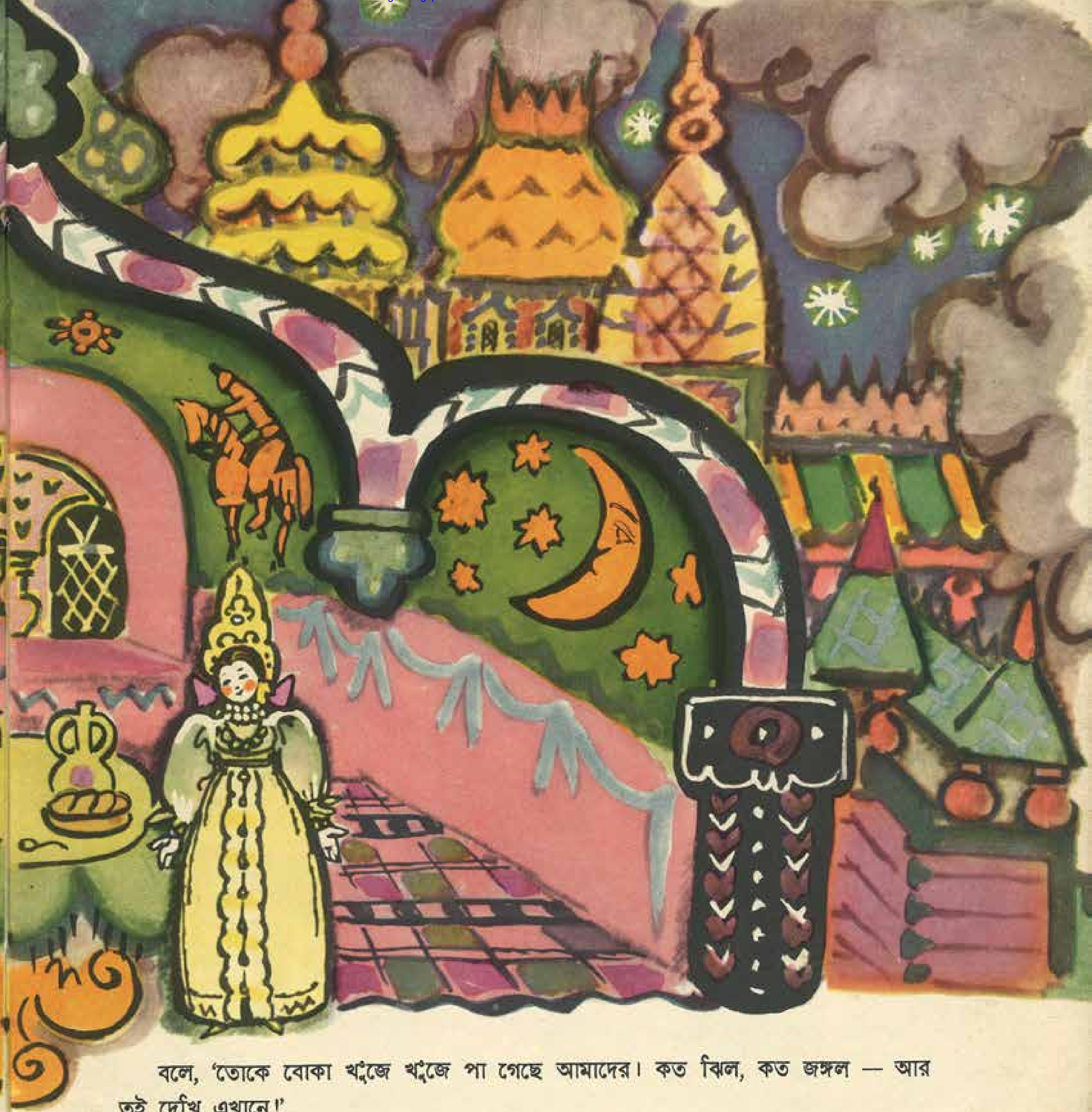


রাজকন্যা বলে, 'আপনজনদের কাউকে যদি একবার অন্তত দেখতে পেতুম।'

এমেল্যা বলে, 'বেশ, মাছের আজ্ঞায়, মোর ইচ্ছায়, সমুদ্দুর জুড়ে লোহার সেতু পাতা হোক! আর সেতু দিয়ে আসুক আমার ভাইয়েরা, বৌদিরা!'



কথা বলতে না বলতেই দেখে সমুদ্র জুড়ে এক সেতু, সে সেতুর সোনার রেলিং, মণিপাথরের থাম — জ্বলজ্বল করছে। সেই সেতু দিয়ে গাড়ি আসছে, গাড়িতে বসে আছে ভাইয়েরা, বৌদিরা। সবার গায়েই নতুন কামিজ, নতুন পোষাক, যেন ফুল ফুটেছে। শুরু হল কোলাকুলি চুম্বন।



বলে, 'তোকে বোকা খুঁজে খুঁজে পা গেছে আমাদের। কত ঝিল, কত জঙ্গল — আর তুই দেখি এখানে!'

হঠাৎ শোনে, তোপ দাগছে কোথায়। দ্বীপে এসে জাহাজ লেগেছে, আর জাহাজে রাজা আর তার লোকলস্কর। এমেল্যা শুধোয়:

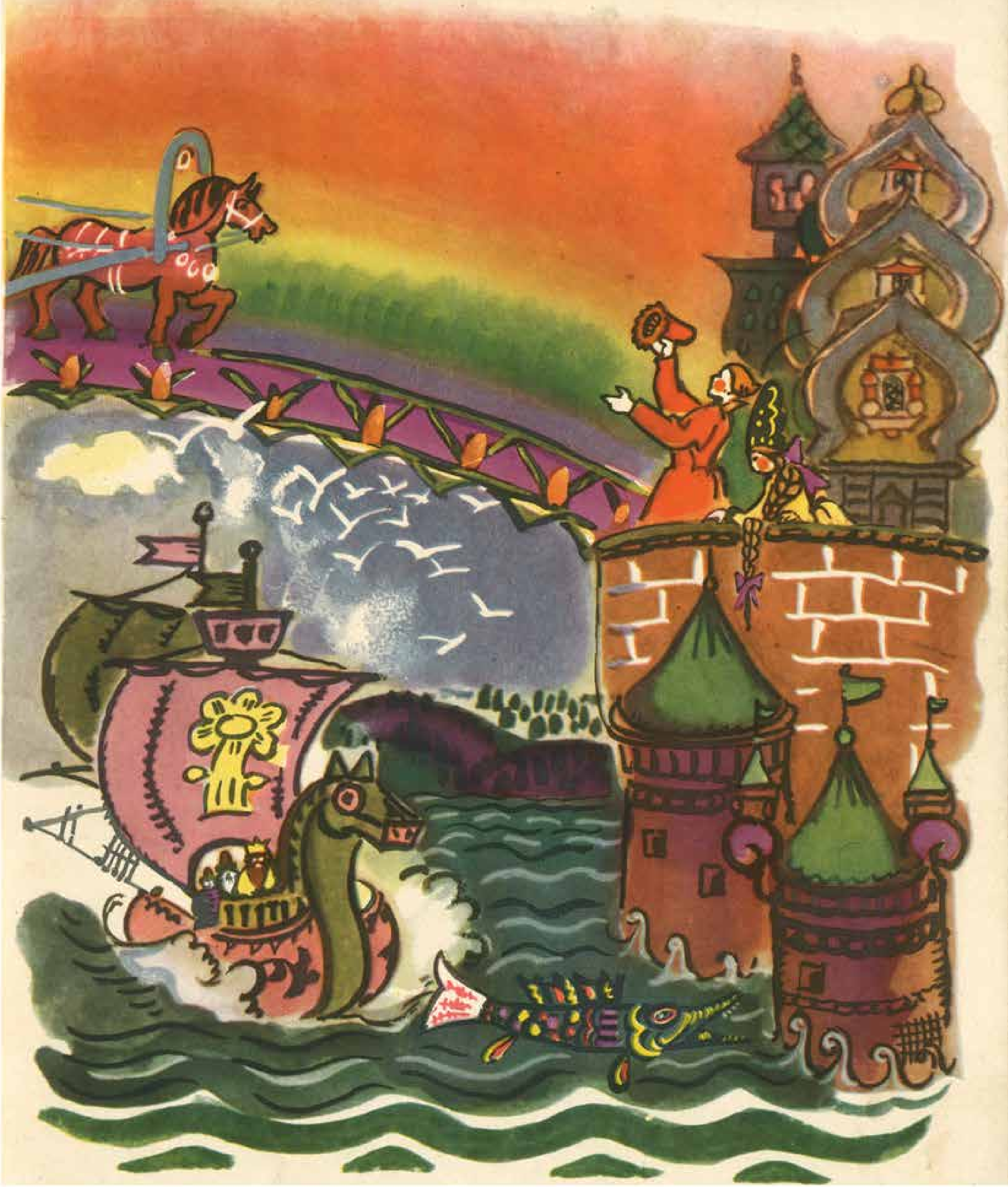


'কোন দিকে চলেছ, জাহাজীরা?'

'না, কিছুদিন হল সমুদ্রে ঘুরছি, পিপে খুঁজছি।'

'পিপে কেন?'

রাজা বলে, 'কেন মানে? সে পিপেতে আছে আমার মেয়ে আর বোকা এমেল্যা। বুদ্ধিনাশ হয়েছিল আমার, ভেবেছিলাম মরুক গে ওরা ...'



এমেল্যা বলে:

'নাও, একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো তো আমার দিকে: চুল্লি চেপে গিয়েছিলাম আমিই না?'

রাজা তাকিয়ে দেখেই — ভয়ে মরে আর কি। এমেল্যার পা ধরে বলে:

'মাপ কর এমেল্যা সোনা, শাস্তি দিস নে...'

এমেল্যা বলে, 'বেশ, তাই হোক, এবারের মতো মাপ করলাম।'

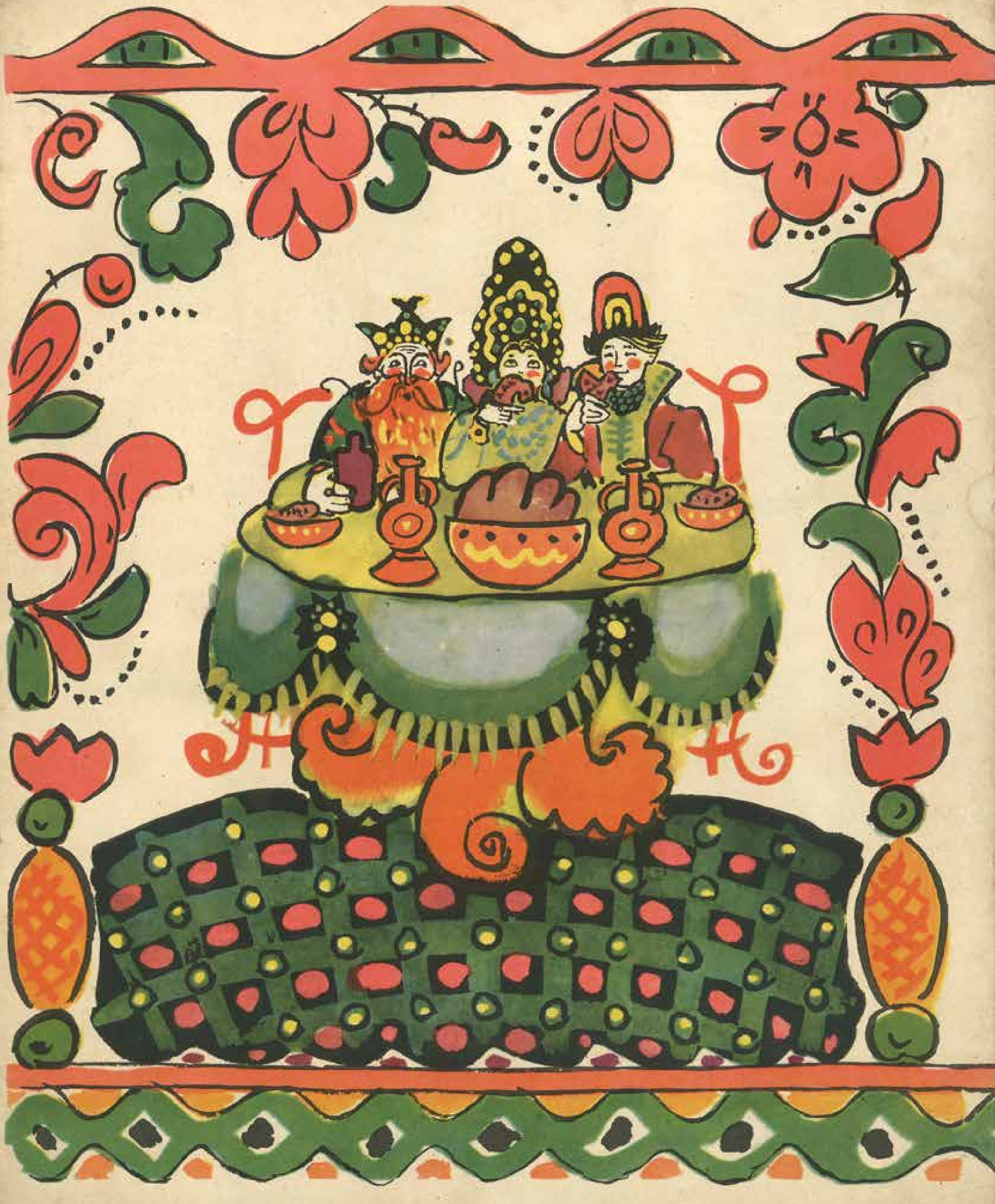
রাজকন্যা তখন এগিয়ে এসে বলে:

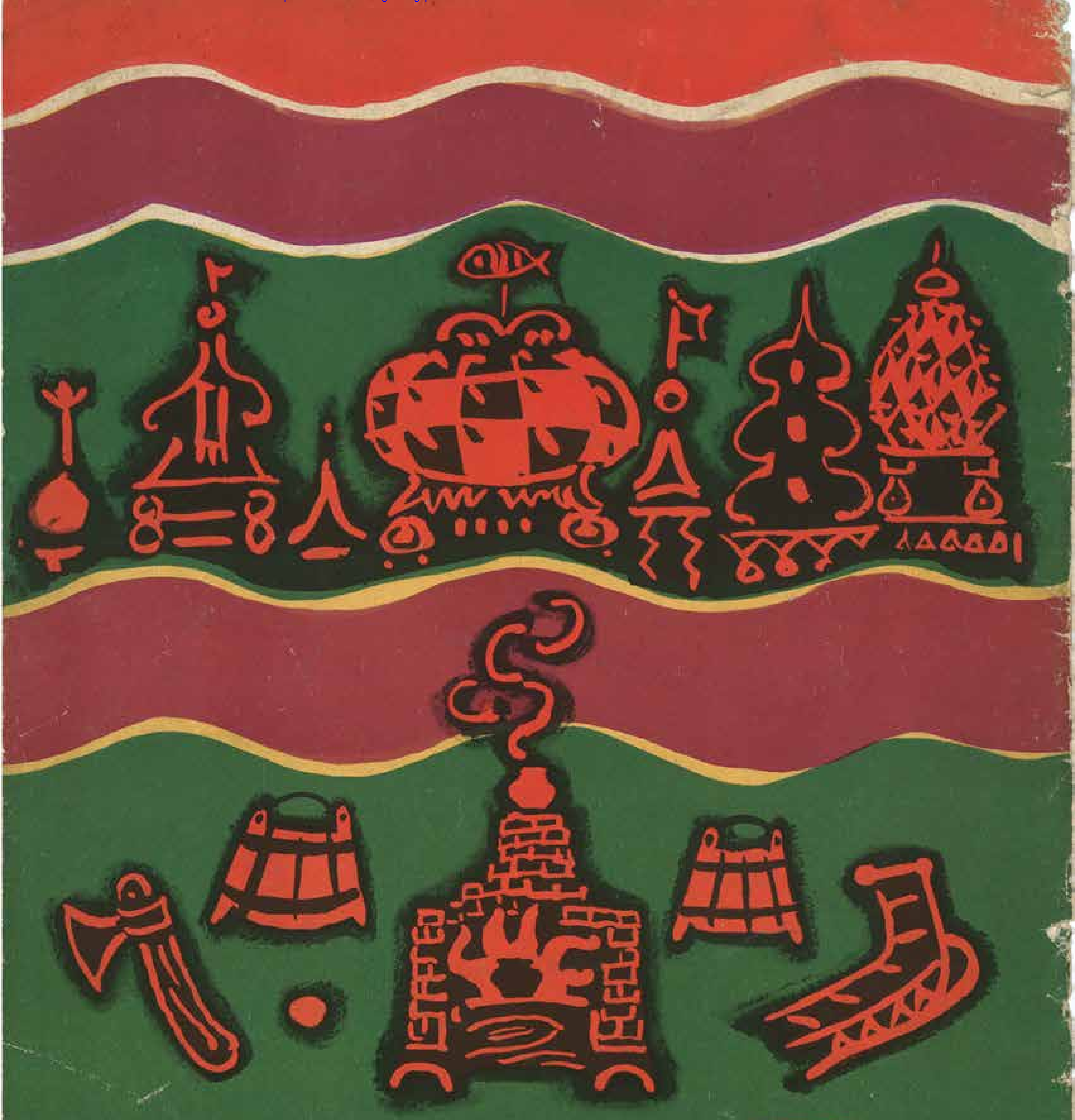
'এসো আমাদের পুরীর ভেতরে!'

নক্সী জাজিম ঢাকা ওক টেবল ঘিরে বসল সবাই, আনন্দ করে শুরু হল খাওয়া, দাওয়া, খেতে খেতেই গান গাওয়া।

আমিও ছিলাম বটে,
মধু তুলেছি ঠোঁটে,
দেখেছি গোঁপে চেটে,
যায় নি কিছু পেটে!







ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ Русская народная сказка

На языке бенгали

প্রগতি প্রকাশন

মস্কো